টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান

সম্পাদনা পরিষদ
আব্দুল্লা-আল-শাহীন
এম. কামরুজ্জামান
মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাতে রোজী
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্মণ

শিল্প নির্দেশক
মো. মোস্তফা কামাল ভূঁইয়া

কপিরাইট
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা

প্রকাশকাল : জুন, ২০১৬

প্রকাশক
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd
ই-মেইল : dg@dfp.gov.bd

মুদ্রণে : জেনারেশন পিপিএ
ফকিরেরপুল, ঢাকা

ভূমিকা

জাতিসংঘের উদ্যোগে সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সর্বজনীনভাবে একগুচ্ছ সমন্বিত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এতে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র মেয়াদ শেষে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) গৃহীত হয়। এসডিজির সংশ্লিষ্টতা ও ব্যাপকতা এমডিজির চেয়ে অনেক বেশি। প্রতিটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এসডিজির সফল বাস্তবায়নের মধ্যে। এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যে সকল ঘাটতি রয়েছে তা এসডিজির মাধ্যমে পূরণ হবে এবং মানব কল্যাণে আরো কিছু নতুন মাত্রা যোগ হবে। এসডিজির সফলতার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসমূহ মোকাবিলা করে একটি টেকসই ও নিরাপদ বিশ্ব আগামী ১৫ বছরের মধ্যে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

এসডিজির এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। মোট ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১১টি অভীষ্টের ধারণা বাংলাদেশই দিয়েছে। এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যও সারা বিশ্বে প্রশংসিত। বিগত বছরগুলোতে, এমনকি সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও, বাংলাদেশের ৬ শতাংশের বেশি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই হার ৭ ছাড়িয়ে যাবে। দারিদ্র্য হার নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকের ৫৬.৭ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে, প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রভর্তির হার শতভাগে উন্নীত হয়েছে; শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৪৬ থেকে ৪৬-এ নেমে এসেছে; মাতৃমৃত্যু হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এমডিজিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ছয়-ছয়টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। এত বেশি

সংখ্যক পুরস্কার আর কোনো দেশ অর্জন করতে পারেনি। বাংলাদেশের এই অনন্য অর্জনের জন্য জাতিসংঘ বাংলাদেশকে এমডিজির রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এসডিজির ১৬৯টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সকল দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। যেমন বাংলাদেশের জন্য ১৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা প্রযোজ্য। সারা বিশ্বে এসডিজি নিয়ে সাড়া পড়ে গেলেও দেখা গেছে যে, অঙ্গীকারবদ্ধ অনেক দেশ তাদের বার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজিকে সঠিকভাবে সম্পৃক্ত করতে পারেনি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ও বর্তমান ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক বাজেটে এসডিজিকে বিশেষ গুরুত্বসহ স্থান দিয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য ১৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্ণাঙ্গ কর্মকৌশল প্রণয়ন করে তা অনুসরণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সরকারের প্রায় প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান কোনো না কোনোভাবে এসডিজির বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে দায়বদ্ধ। তাছাড়া সকল মানুষের কল্যাণে নিবেদিত এসডিজিকে সফল করে তোলার জন্য সরকার, উন্নয়ন সংস্থা, নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তাকেও এগিয়ে আসতে হবে। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে এসডিজি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য এই বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য সচিব জনাব মরতুজা আহমদের সার্বিক নির্দেশনা এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সিনিয়র সচিব) প্রফেসর ড. শামসুল আলম -এর প্রত্যক্ষ পরামর্শ ও তথ্য-উপাত্তগত সহায়তায় বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। তাই তাঁদের কাছে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। আশা করি, বইটি এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রাথমিক ধারণা দিতে সক্ষম হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ

১. দারিদ্র্য বিলোপ : সরকারের দারিদ্র্যবিমোচন কার্যক্রমকে টেকসইভাবে বাস্তবায়নের দ্বারা দরিদ্র ব্যক্তি বা পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তোলার মাধ্যমে চরম দারিদ্র্য মোকাবিলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সক্ষম করে তোলা।

২. ক্ষুধামুক্তি : পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে ক্ষুধা, অপুষ্টি দূর ও স্থানীয় খাদ্য মজুদের ভারসাম্য সৃষ্টি করা। একই সাথে, সেচ ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক জলাধারের ধারণক্ষমতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি এবং কৃত্রিম অবকাঠামোর ব্যবহার কমিয়ে একটি প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক টেকসই কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

৩. সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ : সুস্থ ও সচেতন জীবনযাপন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে দক্ষতার সাথে পরিচালিত করা। মাতৃ ও শিশুমৃত্যু, মহামারি ও প্রাণঘাতী রোগসমূহ মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৪. মানসম্মত শিক্ষা : শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সকল প্রকার মানুষের জন্য টেকসই, কল্যাণকর জীবন ও জীবিকার সুযোগ এবং সম্ভাবনা সৃষ্টি করা। তৃণমূল পর্যায়ে পেশাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৫. নারী-পুরুষের সমতা : নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন তথা সক্ষমতা নিশ্চিত করা।

৬. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন : পরিকল্পিত পানির উৎস সংরক্ষণ উদ্যোগ ও দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমাজের সকলের জন্য, বিশেষ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে সুপেয় পানি ও পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৭. সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি : বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের সকলকে আধুনিক, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া। জ্বালানি বা বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সর্বনিম্ন রাখা।

৮. যথোচিত কর্ম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির জন্য যোগ্যতা অনুসারে টেকসই ও মানসম্মত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। ব্যক্তির ও সামাজের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাগরিকদের পরিবেশ ও সমাজবান্ধব জীবিকা গ্রহণে উৎসাহিত করা।